দোকানদারের ফাঁসী

কবিতা

মোঃ সাহেদ আলী

গায়ক—মকদ্দছ আলী

সাং—ঘুনাবাড়ী : পোঃ আঃ—রূপহী

জিলা—নগাঁও (আসাম)

মূল্য— ২৫ পয়সা।

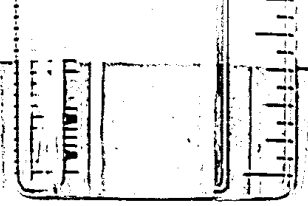

কবিতা সুরু

আল্লাহ ২ বল ভাই যত নেক নাম নবিজীর চরণে আমার হাজার
ছালাম। পরে মাতা পিতা জন্মদাতা উস্তাদ আর পীর। পীর
ফকির আউলিয়া আর যত মুরব্বির। পরে দুঃখের কথা ২ আমি
হেথা লিখিয়া জানাই। অভাবে রাক্ষসী এল বন্যার জলে ভাই।
পরে লিখে যাই ২ শুনেন ভাই দুঃখেরি কাহিনী। বন্যার জলে
পাক ভারতে হয়েছে দুর্গতি। সব জাগায় জাগায় ২ শুনা যায়
অভাব অনটন। এই অভাবে কেমনে লোকের বাচিবে জীবন।
হিয়া খান গবর্ণর বারে বারে দিল ধান চাউল। তবু কেন
চাবার ঘরে রইয়াছে আকাল। দেশে চোরে ভরা ২ ডিলার
যারা পারমিটে আনে ধান। এক জাগার ধান আর এক জাগায়
করে দেয় চালান। রাখে খাতা ঠিক ২ দিন তারিখ নাম হইল
ডিলার। টাকার উপরে ঘুরে সব চাষি হুসিয়ার। হও হুসিয়ার
২ চোরাই কারবার বন্ধ করা চাই। ঘুস খুর দলের গলায় বর্শী
লাগাও ভাই। গলায় বর্শী দিয়া ২ ঘুরাও তারে রাস্তায় এ রাস্তায়।
জুতা দিয়া মার ভাই ঘুস খুরদের চাপায়। সৎ পথে চল ২ আল্লা
বল হিন্দু মুছলমান স্বাধীন দেশে রাখব না আর ঘুস খুর বেইমান।
সৎ পথে চল ২ আল্লা বল যত বন্ধুগণ। এক বাড়ীতে পাঁচটি খুন
অভাবের কারণ। শুনেন বন্ধুগণ ২ দিয়ে মন দুঃখেরী কাহিনী।
চোখের জলে বুক ভেসে যায় লিখি তার কাহিনী। শুনেন ঘটনা
২ নমোনা ভাগ ভাটি গ্রাম। সেই গ্রামে বসত করে আকবর
নেকবর নাম। তারা দুই ভাই ২ পিতা নাই ছোট
নেকবর মিয়া। আকবর আলী বড় কিন্তু দেশের মাতব্বর

হইয়া। আছে তালুকদারী ২ টিনের বাড়ী ঘর সারি সারি। দুই ভাইয়ে বিয়ে করে আনে দুই স্ত্রী। পরে দুই জনার ২ গণ্ডগোলে পৃথক হয়ে গেল। দুই ভাইয়ে জমা-জমি সমান ভাগে নিল। দিন চলে যায় ২ হায় হায় বন্যা এল দেশে। দুই বছর থেকে বন্যার পানি দেশের মধ্যে আসে। ফসল নষ্ট করে ২ শুন পরে নেকবরের হাল। ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে ঘটাইল জঞ্জাল। ঘরে ধান নাই ২ চাউল নাই কি করিবে উপায়। পেটের দায়ে হালের বলদ হাটে লইয়া যায়। বলদ বিক্রী করে ২ খরিদ করে আনে ধান চাউল। নিরবে বসে চিন্তা করে কেমনে চলবে হাল। বলদের টাকা গেল ২ যাহা ছিল লুনজি পুনজি ভাই। অলঙ্কার পত্র সবাই খাইল হাতে টাকা নাই। হাতে টাকা নাই বলে ভাই কি হবে উপায়। পেটের ক্ষুধায় ছেলে দুইটী কান্দে উবরাই। ছেলেদের কান্দন দেখে ২ মনে দুঃখ চলে যায় দোকানে। দোকান হতে বাকী চাইয়া আড়াই সের চাউল আনে। দোকানদার আমজত মিয়া ২ রাস্তায় বসে করে দোকানদারী। নেকবর মিঞা দোকানদারকে বলে তাড়াতাড়ি॥ আমারে আর চাউল দিবেন ২ টাকা নিবেন এক সপ্তাহ পরে। আমজত মিয়া নেকবরকে ই বিশ্বাস করে। চাউল দিয়া দিল ২ নিয়া গেল নেকবর মিয়া বাড়ী। দোকানদারে হিসাব করল টাকা হল কুড়ি। হাতে টাকা নাই ২ বল ভাই কেমনে দিবে টাকা। দেড় মাস চলে গেল নাহি করে দেখা। দেড় মাস চলে গেল ২ না আসিল নেকবর মিয়া আর। নেকবরকে চিঠি

দিয়া জানায় দোকানদার ॥ শুন নেকবর ভাই ২ টাকা চাই কেন করলা দেরী। চিঠি পাইয়া টাকা নিয়া আসবা তাড়াতাড়ি ॥ নেকবর চিঠি পাইলে ২ ভাবতে লাগলে কেমনে দিবে টাকা। বড় ভাইয়ের কাছে নেকবর করে গিয়া দেখা ॥ বলে ভাই জান ২ বাঁচাও প্রাণ টাকা পয়সা দিয়া। দোকানদারে চিঠি দিল টাকার লাগিয়া। আর দুইটী ছেলে ২ ছলে বলে রাখিতেছি জীবন। এই কথা বলিয়া নেকবর ঝুরিল কান্দন ॥ তখন বড় ভাইয়ে ২ দুঃখিত হয়ে দিল একমণ পাট। বৃহস্পতিবার ছিল রতন কান্দিয়া হাট ॥ মিয়া রাওনা দিল ২ চলে গেল দোকানের সামনে। নেকবরকে দেখিয়া আমজদ ভাবে মনে মনে ॥ বলে পাইছি সোণা ২ আর চাড়িবনা রাখব পাওনা টাকা। এই সুযোগ হারাইলে আর পাইবনা দেখা ॥ বুদ্ধি স্থির করে ২ তার পরে ডাকে নেকবর বলে। দোকান্দারের ডাক শুনিয়া আসল তখন চলে ॥ মাথায় পাটের লাসি ২ মুখে হাসি নামাইল পরে। দোকান্দার পাটের লাসি নিল তখন ঘরে ॥ পরে দোকানদার ২ জিজ্ঞাস করে শুনহ নেকবর। পাট নিয়া বাজারে চলহ পাটের কিবা দর ॥ বলে নেকবর ২ পাটের দর আমি নাহি জানি। ত্রিশ টাকা দর শুনছি হয় বেচা কিনি ॥ দোকানদরে বলে পরে ২ বুদ্ধি করে পাট রাখিলাম আনি। পাওনা টাকা পরিকার করি যাও তুমি ॥ শুনে নেকবর মিয়া ২ অভাক হইয়া কথা নাহি বলে। দোকান্দারের নেকবর পরে গেল চলে ॥ বলে হায়রে হায় ২ কি উপায় হইবে আমার। স্ত্রী পুত্র মরে যায় ঘরে নাই খাইবার ॥

শুন আমজত ভাই ২ উপায় নাই ধরি তোমার পায়। পেটের ক্ষুধায় স্ত্রী পুত্র প্রাণে মারা যায়॥ যদি দয়া হয় ২ মনে লয় দেও দশটী টাকা। বাড়ীতে গিয়ে পাই কি না পাই স্ত্রী পুত্রের দেখা॥ আমজত বলে পরে ২ আমার অন্তরে দয়ালের দোকান দারী নাই এ সংসারে॥ নেকবর পায়ে ধরে ২ বলে পরে শুন আমজত ভাই। আড়াই সের চাউল দিয়া দাও জীবনটা বাঁচাই॥ দয়া না হইল ২ নাহি দিল বলে ধমক দিয়া। গ্রামে দিয়া চলে যাও ভিক্ষা মাগিয়া॥ নেকবর কলে আল্লা ২ তোমার লীলা বুঝবার সাধ্য নাই। কেউকে হাসাও কেউকে কাদাও তুমি পাক সাই॥ তুমি পাক সাই ২ শুনতে পাই রহমান রহিম। এই ব্যাপারে বুঝিতে পাইলাম তুমি দয়া হীন॥ পরে নেকবর মিঞা ২ দুঃখিত হইয়া যায় আপনার বাড়ী। কি করিবে কোথায় যাবে চিন্তার ঝর ঝরি॥ মনে চিন্তা অতি ২ নাহি গতি শুনেন বন্ধুগণ। বড় রাড়ীর কাছে গিয়া দিল দরশন॥ বলে বাবীজান ২ বাঁচাও প্রাণ কিছু খাবার দিয়া। পাটের টাকা দোকানদারে নিল জুড় করিয়া॥ বলে শুন বাবী ২ আমি যদি বাঁচি এ সংসারে। টাকা পয়সা হাতে হইলে দিয়া দিব তোমারে॥ ভাবী গাল ফুলাইয়া ২ রইছে বইয়া ধীরে ধীরে বলে।

সব সময় যে দিব তোমায় মোদের কেমনে চলে ॥ তখন নেকবর বলে ২ দয়া হলে দিতে পার তুমি। ভাবী বলে ১টি চাউল নাহি দিব আমি ॥ শুনে ভাবীর কথা ২ ঘোরে মাথা বলে হায়রে হায়। কি করিব কোথায় যাব না দেখি উপায় ॥ পরে ঘরে যায় ২ শুনিতে পাই কান্দে দুইটি ছেলে। ভাতের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে উঠিল বাবার কোলে ॥ ডাকে বাবা বলে ২ চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। ভাত খাব ভাত খাব বলে কাঁদে উবরায় ॥ বলে ছেলের মায় ২ কোলে আয় আয়রে বাছাধন। এই অভাবে খোদায় বুঝি লিখেছে মরণ ॥ শুনে নেকবর মিঞা ২ দিশা হারাইয়া ছাড়িল নিশ্বাস। মনেতে করিল নেকবর গলে লইবে ফাঁসি ॥ ফেলে নিশ্বাস ২ সর্ব্বনাশ দুই ছেলে লয় কোলে। বিছমিল্লাহ বলিয়া নেকবর বাহির বাড়ীতে চলে ॥ দুই ছেলে কোলে ২ স্ত্রী বলে কোথায় চলে যাও। নেকবর বলে খবরদার নাহি করিবা রাও ॥ বলে সবুর কর ২ যমের ঘর দেখাইব তোরে। এই কথা বলিয়া নেকবর দুইটি ছেলে ধরে ॥ দুই ছেলে দুই হাতে ২ ধরে তাতে ফাল'য় ইন্দিরায়। কবি বসে হায়রে নেকবর কি করিলি হায় ॥ তোর কি দয়া নাই ২ মায়া নাই বিমার যেখুন। মা দুঃখীনি দেখে তাই জুড়িল কান্দন। কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ২ চিৎকার করে বলে হায়রে হায়! আসমান ভাঙ্গিয়া পরল মায়েরি মাথায় ॥ কান্দে আসমান জমি যত মমিন পানিতে কান্দে মাছ। পশু পক্ষী সবায় কান্দে জলের কান্দে মাছ ॥ কান্দে ছেলের মায় ২ হায় হায় মরব পুত্র বিনে। নেকবর বলে পুত্রের সাথি করব এখনে ॥ নেকবর ঘরে চলে ২, আল্লা বলে

হাতে লৈল দাও। চোখ রাঙ্গ মলিন মুখ নাহি করে রাও ॥ মাতা পুত্র হারা ২ আধমরা কান্দে মাটিতে পরে। নেকবর মিঞা দাও দিয়া কোব দিল ঘাড়ে ॥ স্ত্রী মারা যায় ২ হায় হায় মুখে পুত্র বলে। নেকবর ফাঁসি লইল আমগাছের ডালে ॥ নেকবর মারা যায় ২ হায় হায় আসল প্রতিবাসী। পেটের ক্ষুধায় মারা গেল কেহ নাহি দোষী ॥ এক বাড়ীতে চারিটি মরা ২ দেখে যারা করে হায়রে হায়। বড় ভাইয়ের কাছে একজন দৌড়িয়া যায় ॥ আকবর হাটে দিল খবর পাইল নেকবর গেল মরে। মাটিতে পড়িয়া তখন যায় গড়াগড়ি ॥ বলে হায়রে ভাই ২ কোথায় যাই কেন গেল ময়ে। ভাই ভাই বলিয়া মুখে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ এরূপ কত লোকে ২ মনের দুঃখে কান্দে যারে যায়। প্রেসিডেণ্ট মেম্বার আইল কবে হাহাকার ॥ পরে থানায় গেল ২ এজাহার দিল আসল বড় ওসি। দুই ছেলে তুলবার জন্য ইন্দিরায় ফেলাই রশি ॥ তুলে দুই ছেলে ২ পরে চলে ছেলের মায়ের কাছে। এক বাড়ীতে চারি খুন দারগা সাহেবে পৌছে ॥ এই দিকে গ্রামবাসী ২ হবে দোষী মনেতে করিয়া। গ্রামের লোক যত ছিল গেল পলাইয়া ॥ দারগা সাক্ষী চায় নাহি পায় গ্রামের একটী লোক। আকবর বাড়ীতে শুধু কেদে ভাসায় বুক ॥ বলে ভাই ২ ভাই কোথায় যাই জলে আমার হিয়া। কি দোষে মরিলে ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়া ॥ আমি জানিনা ২ শুনিনা কি দোষে মরিলে; একজন লোকের কাছে কেন খবর নাহি দিলে ॥ পরে আকবরের ২ পরিবারে সর কিছু শুনায়। স্ত্রীর কথা শুনে আকবর করে হায়রে হায় ॥ বলে কিনে খায় ২ বলদ বিক্রয় অভাবেতে পড়ে। বলদের

টাকা শেষ হইল চাউল নাহি ঘরে ॥ খুব কষ্ট করে ২ তার পরে চলে যায় দোকানে। কুড়ি টাকার চাউল নেকবর দোকান হতে আনে ॥ টাকা বাকী ছিল ২ খবর দিল আমজত দোকানদার। কর্জ পাট নিয়া নেকবর চলে যায় বাজার ॥ পরে দোকান্দার ২ টাকার তরে পাট রাখিল জুরে। ট কা পয়সা না দেওয়াতে চলে আসল ঘরে ॥ পরে বলে মোরে ২ বিনয় করে পেটের ক্ষুধায় মরি। আমি যখন চাউল দিলাম না গলায় দিল দড়ি ॥ বড় ভাই শুনতে পাইয়া ২ চক্ষু রাঙ্গায়া বলে হারামজাদি। কেন তুই দিলে না খাবার উঠল তখন ক্রোধি ॥ বলে দুষ্ট নারী ২ তোরে না রাখিব আর। রামদাও দিয়া কুব মারিয়া ফেলে দিল ঘাড় ॥ দারগা অবাক্ হয়ে ২ আছে বসি কিছু নাহি বলে। ইন্না লীল্লাহে পর মে ছলিম সকলে ॥ স্ত্রী খুন করে ২ আকবর ফেলে নিল দাও। দারগার কাছে বলে আকবর আমায় ধরি নিয়ে যাও ॥ পুলিশ কাছে এসে ২ ধরে ফেলে আকবরকে তখন। দারগা দোকানদারের দিকে করে আগমন। হইল পাঁচ খুন ২ সবে শুনুন দোকানদারের হাল। বাকী টাকা জোরে রাখি ঘটিল জঞ্জাল ॥ বান্দে দোকানদার ২ দোকান তার বন্ধ করি নিয়া। উচিত সাজাই দিল তারে হাজত খানা নিয়া। পরে মামলা চলে ২ রায়ের পরে দোকানদারের ফাঁসি। আকবরের মাথা খারাপ করলেন হাকিম দোষী ॥ পরে খালাস দিল ২ চলে গেল শান্তি নাই অন্তরে। ভাই ভাই বলিয়া আকবর দেশ বিদেশ ঘুরে ॥ কবিতা ইতি হল।

— সমাপ্ত —